দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

জনমত

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ

সরকারী রেজিস্ট্রীপ্রাপ্ত অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন বহু শিক্ষক রয়েছেন যারা ৫ থেকে ১৫ বছর এমনকি তারো বেশী সময় ধরে বহু কষ্টে শিক্ষকতা করে আসছেন। তাদের আশা, তাদের বিদ্যালয়গুলিকে একদিন সরকারীকরণ করা হবে এবং তখন তাদের কষ্টের অবসান ঘটবে। বস্তুত এই আশায়ই বুক বেঁধে তারা এত কষ্টের মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদের সে আশা আশাই থেকে যাচ্ছে, আর তাই তাদের দুঃখেরও অবসান হচ্ছে না। এ অবস্থায় একজন প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসাবে আমার পরামর্শ এই যে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাদের চাকরির বয়স অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে থানাওয়ারী ভিত্তিতে পিটিআই ট্রেনিং নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের ফলে যে সব পদ শূন্য হবে সে সব পদে তাদের নিয়োগদান করা হোক। এদের সরকারী বিদ্যালয়ে নিযুক্তিতে রেজিস্ট্রীকৃত বেসরকারী বিদ্যালয়ের যে সব পদ শূন্য হবে সেব পদে শিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়োগদান করা যেতে পারে। এভাবে দীর্ঘদিন থেকে যারা চরম অর্থকষ্টের মধ্যে শিক্ষাদান করে আসছেন তাদের যেমন সরকারী বিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ মিলবে তেমনি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে অনেক বেকার তরুণেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি যে, বেসরকারী বিদ্যালয় রেজিস্ট্রীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কার্যকাল বাদ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর যতদিন তারা কাজ করেছেন অন্তত সেই সময়টুকু তাদের কার্যকাল বা সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া ন্যায়সঙ্গত। আশা করি, শিক্ষা বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে বিচেনা করবেন এবং প্রস্তাবটি আশু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিন থেকে রেজিস্ট্রীপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কার্যরত শিক্ষকদের প্রত্যাশা পূরণ ও এই সঙ্গে বেকার তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

ডাঃ মোঃ শামসুল হক
প্রাক্তন মেডিক্যাল অফিসার
তারাস থানা ডি-বি ম্যানেজ দাতব্য চিকিৎসালয়
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়
ও
সভাপতি, কুন্দইল চক/পশ্চিমপাড়া ইসলামী ফাউন্ডেশন পাঠাগার জামে মসজিদ, ম্যানেজিং কমিটি বি বি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কুন্দইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুন্দইল, তাড়াশ
পিসি নং ৬৭৮০, সিরাজগঞ্জ।